সদুক্তিকর্ণামৃত - টীকা

সদুক্তিকর্ণামৃত: প্রাচীন বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়না। কিন্তু, তৎকালীন সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সংস্কৃতে রচিত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শ্লোকমালা অদ্ভুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এবং, এইসব শ্লোক রচনায় বাঙালির গীতিপ্রাণ দিকটিও প্রতিভায় এক নতুন প্রকাশরীতি লাভ করেছিল। শুধু তাই নয়, এইসব শ্লোক-মালায়, অনেকক্ষেত্রেই তৎকালীন বাঙালি সমাজ এবং জীবনের ছায়াপাতও ঘটেছিল। শ্রীধরদাস সংকলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃত' এই শ্রেণীর সাহিত্যকীর্তির এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

এই সংকলন গ্রন্থটির কোনও কোনও পুঁথিতে 'সূক্তিকর্ণামৃত' নামটিও পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেনের মহাসামন্ত ও বন্ধু বটুদাসের পুত্র 'মহামাণ্ডলিক' শ্রীধরদাস 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সংকলনের মাধ্যমে ১২শ-১৩শ শতকের বাঙালির সঙ্গে পরবর্তী কালের বাঙালির সাহিত্য-সাধনার সেতুটিই কার্যত বেঁধে দিয়েছিলেন। তার ফলেই, প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে, পরবর্তীকালে বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদে বা মঙ্গলকাব্যের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের বর্ণনায় এই পদসংকলনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই দিক থেকে শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সাহিত্য কীর্তি হিসেবে 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' অপেক্ষাও মূল্যবান সন্দেহ নেই।

১২০৬ খৃষ্টাব্দে 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সংকলিত হয়। এতে মোট পাঁচটি 'প্রবাহ', প্রত্যেক প্রবাহে কয়েকটি 'বীচি' এবং প্রতি বীচিতে পাঁচটি করে শ্লোক সংকলিত হয়েছে। মোট কবিতার সংখ্যা ২৩৭০ টি। মোট কবির সংখ্যা ৪৮৫ জন। এরমধ্যে অবশ্য সংকলক পাঁচশো শ্লোকের কবির নাম সংগ্রহ করতে পারেননি। সংকলনে কবিদের মধ্যে যেমন সর্বভারতীয় প্রতিভা কালিদাস, ভাস, অমরু, ভর্তৃহরি, বিশাখদত্ত প্রমুখের কবিতা বা শ্লোক আছে তেমনি লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন, উমাপতিধর, জয়দেব, শরণ, ধোয়ী প্রমুখ প্রসিদ্ধ বাঙালি কবিমনীষীদেরও বিভিন্ন ধরনের শ্লোক স্থান পেয়েছে। এছাড়াও, এতে প্রায় ৮০ জন অজ্ঞাতপরিচয় কবির নাম পাওয়া যায়, যাঁদের বাঙালি বলেই মনে হয়। এতে মনে হয়, একদা বাংলাদেশে বহু কবি 'উদ্ভট কবিতা' (অর্থাৎ যে কবিতায় কবির নাম অজ্ঞাত) রচনা করেছিলেন। মোটের উপর সংকলনটিতে বাঙালি কবি-প্রতিভারই প্রাধান্য প্রতিফলিত হয়েছে।

দেবতা, নায়ক-নায়িকা, ঋতুবর্ণনা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, গাছপালা, পশুপাখি, থেকে আদিরস পর্যন্ত বিচিত্র বিষয়ে সংকলনের শ্লোকগুলি লেখা। দেবদেবী বিষয়ে অনেক শ্লোক সংগৃহীত হলেও শেষপর্যন্ত তৎকালীন মানুষজনের দৈনন্দিন জীবনই শ্লোকমালায় প্রাধান্য পেয়েছে। এমনকি, দেব-দেবীর জীবন বর্ণনায় মানুষেরই জীবন-বেদনার কারুণ্য এবং অসহায়তা অনুরণিত হয়েছে। যেমন, 'কমাতা কোহত্র? মোহংমো ভুজগপরিবৃতো সেয়ংকপালী।

হর-গৌরীর বিবাহে দরিদ্র মহাদেবকে দেখে কন্যার অশ্রু দুরবস্থা স্মরণ করে মা মেনকার এই খেদোক্তির মধ্য দিয়ে আসলে তৎকালীন কন্যাদায়গ্রস্ত বঙ্গ-গৃহস্থের হৃদয়ান্তরের করুণ কান্নাই যেন ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। লক্ষণীয়, পরবর্তীকালে শাক্তপদকারগণও অনুরূপ রূপকের আড়াল দিয়ে সমকালীন বাঙালির কন্যাদায়ের অকরুণ চিত্রটিই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

দৈনন্দিন জীবন-কেন্দ্রিক শ্লোকও 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' দুর্লভ নয়। যেমন, অভিনন্দের প্রেমবিষয়ক শ্লোক — 'মধুকর মধুকর চঞ্চলতামপহায় চিরমরবিন্দ-বনপ্রণয়ী ভব। / ইহ হি কোমল বকুল কলিকে বসতি দুষ্ট বকোট কুটুম্বকম্।' (হে মধুকর, এই চঞ্চলতা ত্যাগ করে অরবিন্দ বনে আসক্ত হও। এই কোমল বেতসকুঞ্জে বককুটুম্ব বাস করে।)

(বলচন্দ্র) নামে এক কবি দরিদ্র গৃহের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, দরিদ্রের গৃহ ধূমশূন্য হলেও কান্নায় পরিপূর্ণ, আগুন না থাকলেও উষ্ণতা (তাপ) আছে তবে, 'তৈলাভাবশূন্যমপি দীপিত বন্ধুবর্গ আশ্চর্যমেব খলু খেদকরং।' অর্থাৎ (গৃহ) তৈলের দ্বারা শূন্য, কিন্তু প্রিয় বন্ধুদের দ্বারা পূর্ণ, এটাই আশ্চর্য এবং বেদনাপূর্ণ।

উমাপতি ধরের একটি বাৎসল্যরসাত্মক ('দারিদ্র্যস্য') কবিতায় আছে — 'আক্রোশবং সমরবসনা কুর্বতো যাঁসবীরান্ মেত্তনালী কথমপি / দিনান্যতিনীতানি বিমুগ্ধাঃ। / অন্তর্জাতং বপুষি কমলা তস্য তেষাং প্রাবন্ধঃ প্রত্যুভূতে / প্রতবতি নাহি অবমাননাহ কৃপানঃ॥' মূল কথাটি হল, শ্লোকের শেষাংশে — আর্তদের কৃপাণ নত মনকে আঘাত করেনা। মহান-কবির মহিমা এখানেই।

৩ একথা অনস্বীকার্য যে 'সদুক্তিকর্ণামৃতের' শ্লোকমালায় জীবনের বিচিত্র রূপ বিকীর্ণ করেছে তার বর্ণনাতে। তবে, কাল পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে জীবন ধারার পরিবর্তনের কারণে পরবর্তী সাহিত্যে এই জীবনের প্রভাব স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। তবে, এই সঙ্কলনের দেবদেবী বিষয়ক শ্লোকগুলি বাংলা সাহিত্যে সুগভীর প্রভাব প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই সঙ্কলনের শেষ তিনটি 'প্রবাহ' (চাটু প্রবাহ, অপদেশ প্রবাহ, উচ্চাবচ প্রবাহ) বাস্তবজীবন কেন্দ্রিক এমন সমস্ত উজ্জ্বল চিত্র আছে যা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও দুর্লভ। বলতে কি, এই সংকলন গ্রন্থটির সার্থকতা সেখানেই।

তদুপরি, এই সঙ্কলনের 'অসতী ব্রজ্যা' এবং 'শৃঙ্গার প্রবাহ' নামক অধ্যায়ের শ্লোকমালা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আদিরস এবং ভক্তিরস ক্রমে সঙ্গীকৃত হয়ে এক বিচিত্র কাব্য-প্রযোজনার সম্ভাবনা প্রাপ্তচিত। সেই প্রসঙ্গেরই সার্থক রূপায়ণ লক্ষ্মণসেনের রাজসভার সারস্বত সাধনায় — জয়দেব, ধোয়ী, উমাপতিধর প্রমুখের 'বিলাসকলা কুতূহল' কাব্যানুশীলনে। 'সদুক্তিকর্ণামৃতের' এও আর এক অনন্য অবদান।